মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৪৩

পর্ব-৬: যাকাত (كتاب الزكاة)

পরিচ্ছেদঃ ৭. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - উত্তম সদাক্বার বর্ণনা

আরবী

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَعَاذَ مِنْكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تُرَوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

বাংলা

১৯৪৩-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কসম দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দেবে। যে তোমার কাছে আল্লাহর কসম দিয়ে চায়, তাকে কিছু দিবে। আর যে ব্যক্তি তোমাকে দা'ওয়াত দেয় তার দা'ওয়াত কবূল করবে। যে তোমার ওপর ইহসান করে, তাকে বিনিময় দিবে। যদি বিনিময় আদায়ের মতো কিছু না থাকে, তার জন্য দু'আ করো যতদিন পর্যন্ত তুমি না বুঝো যে, তার ইহসানের বিনিময় আদায় হয়েছে। (আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : আবূ দাউদ ১৬৭২, ইবনু হিব্বান ৩৪০৮, সহীহ আত্ তারগীব ৮৫২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬০২১, নাসায়ী ২৫৬৭, আহমাদ ৫৩৬৫, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৫৪।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর নামে তোমাদের বা অন্য কারো অনিষ্ট/ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আহবান করে যেমন, কেউ যদি এমন বলে যে, হে অমুক! আল্লাহর নামে তোমার নিকট চাইছি যে, তুমি আমাকে অমুকের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো। তাহলে তোমরা আল্লাহর নামের সম্মানে তার আহবানে সাড়া দিও এবং তাকে রক্ষা করো। কেউ যদি আল্লাহর নামে কিছু চায় তাহলেও আল্লাহর নামের সম্মানে এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া করে হলেও তোমরা তাকে কিছু দিও। কেউ যদি তোমাদেরকে দা'ওয়াত দেয় তাহলে সে দা'ওয়াত কবূল করবে। বিশেষ করে

সেটি যদি ওয়ালীমার দা'ওয়াত হয় তাহলে সে দা'ওয়াত কবূল করা ওয়াজিব। অন্য কিছুর দা'ওয়াত হলে তা কবূল করা মুস্তাহাব। কারো মতে দা'ওয়াত কবূল করতে যদি কোন শার'ঈ বাধা না থাকে তাহলে সকল দা'ওয়াত কবূল করা ওয়াজিব।

আর যদি কেউ কথা বা কাজের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি ইহসান/উপকার করে তাহলে তোমরাও ঐ উপকারের সমপরিমাণ অথবা তার থেকেও উত্তম প্রতিদান তাদেরকে দিবে। তোমরা যদি সম্পদ দ্বারা প্রতিদান দিতে না পারো তাহলে উপকারীর জন্য দু'আ করবে। অর্থাৎ দু'আ দ্বারা প্রতিদান দিবে। যাতে তোমরা জানতে পারো যে, তোমরা প্রতিদান দিয়েছ। অর্থাৎ তোমরা বারবার দু'আ করবে এবং তাদের প্রতিদান দেয়ার জন্য তোমরা ততক্ষণ সর্বাত্মক চেষ্টা করবে যতক্ষণ তোমরা জানতে পারবে যে, তোমরা তার হক আদায় করেছ।

'উসামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো প্রতি যদি কোন উপকার করা হয় তাহলে উপকার ভোগকারী ব্যক্তি যেন উপকারীকে (جَزَاكَ الله خَيْرًا) "আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন"। সে যদি এটা বলে তাহলে এটিই হবে সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা- (আত্ তিরমিযী)। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কেউ যদি উপকারী ব্যক্তিকে একবার (جَزَاكَ الله خَيْرًا) বলেন, তাহলে সে উপকারীর প্রতিদান প্রদান করল যদিও তার হক আরো বেশি থাকে না কেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56503

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন